রূপগঞ্জে পুলিশ পাহারায় জামালের লাশ দাফন

নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান চায় পরিবার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত মোস্তফা জামাল হায়দারের লাশ গত রোববার দিবাগত রাতে কড়া পুলিশ পাহারায় তড়িঘড়ি করে দাফন করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, জানাজায় এলাকার কাউকে অংশ নিতে দেয়নি পুলিশ। মোস্তফা জামালের হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে গতকাল সোমবার এলাকায় কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। নিরাপত্তায় সেখানে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

মোস্তফা জামালের হত্যার ঘটনায় রোববার রাতে রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মামুন একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এদিকে পুলিশ ও র‍্যাবের দায়ের করা দুটি মামলায় অজ্ঞাতনামা চার হাজার ব্যক্তিকে আসামি করার পর থেকে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রেপ্তার-আতঙ্ক বিরাজ করছে। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এখনো নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান না পাওয়ায় তাদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এসব পরিবারের দাবি, হত্যার পর নিখোঁজ ব্যক্তিদের লাশ গুম করা হয়েছে। নিহত মোস্তফা জামালের ভাই কামাল নাসের *প্রথম আলোকে* অভিযোগ করে বলেন, 'সেনাবাহিনী জোর করে কম দামে

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

ছবি : পৃষ্ঠা-১৯, রাতে বিএনপি নেতার বাড়িতে বৈঠক—হানিফ : পৃষ্ঠা-২

পুলিশ পাহারায় জামালের লাশ দাফন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমাদের জমি কিনে নিতে চেয়েছিল। সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তাদের লক্ষ্য করে পাখির মতো গুলি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমার ভাইয়ের পা লক্ষ্য করে গুলি করেছে। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই। প্রশাসনের লোকজনই তড়িঘড়ি করে কড়া পুলিশ প্রহরায় জামালের লাশের দাফন সম্পন্ন করেছে। পাঁচ মিনিটও আমাদের সময় দেওয়া হয়নি। কোনো আত্মীয়স্বজন শেষবারের মতো জামালকে দেখতে পারেনি। আমরা চার-পাঁচজন মানুষ মাত্র জানাজায় অংশ নিই।' তিনি বলেন, 'যেখানে আমার ভাইয়ের লাশ দাফন করার অধিকারই আমাদের নেই, সেখানে আমরা কার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব?' লাশ দাফনের সময় বাড়ির আশপাশে শতাধিক পুলিশ ও র‍্যাবের টহল ছিল বলে তিনি জানান।

নিহত জামালের বাবা মো. আবদুর রফিক তাঁর ছেলে হত্যার বিচার দাবি করে বলেন, 'আমাদের ছেলের লাশের বিনিময়ে হলেও সেনাবাহিনী যেন এলাকা থেকে চলে যায়। এখানে সেনাবাহিনীর কোনো ক্যাম্প থাকতে পারবে না। আবাসন প্রকল্পের নামে আর কারও জমি যেন তারা দখল করতে না পারে।'

গতকাল উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের কামশাইর এলাকার নিখোঁজ শমসের মোল্লার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় স্বজনদের আহাজারির দৃশ্য। নিহতের মা ও বোনেরা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। তাঁদের দাবি, সেনাবাহিনী শমসেরকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে। শমসেরের মা সুমি বেগম বলেন, 'আমরা টাকা-পয়সা, ধনদৌলত চাই না, আমরা শমসেরের লাশ চাই। ধর্মীয় মতে তাকে দাফন করতে চাই।'

গতকাল উপজেলার কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ছিল পুলিশের সশস্ত্র অবস্থান। ডেমরা-রূপগঞ্জ-ইছাপুরা সড়কে তেমন কোনো যান চলাচল করেনি। বেশির ভাগ দোকানপাট ছিল বন্ধ। সড়কের বিভিন্ন স্থানে নিহত জামালের হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এলাকা ছিল কার্যত পুরুষশূন্য। বাড়ির নারী ও শিশুরা ছিল আতঙ্কে। শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্কুলে যায়নি। সেই দিনের ঘটনার কথা মনে হলে তাঁদের শরীর শিউরে ওঠে বলে এলাকার অনেকে মন্তব্য করেন।

কায়েতপাড়া ইউনিয়নের কামশাইর গ্রামের ঈদগাহ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আফাজউদ্দিন বলেন, 'গ্রামের পাঁচজন সমাজসেবক ৬ অক্টোবর তাঁদের মালিকানাধীন ৮২ শতাংশ জমি ঈদগাহ মাঠের জন্য ওয়াক্‌ফ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেনাসদস্যদের বাধার মুখে রূপগঞ্জের সাব-রেজিস্ট্রার জমি রেজিস্ট্রি করেননি।' বিক্ষুব্ধ জনতার হামলা ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত টান মুগুরির পরিত্যক্ত সেনাক্যাম্পের পাহারায় রয়েছে বিপুলসংখ্যক পুলিশ। সেখানে দায়িত্বে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খোরশেদ আলম। তিনি সাংবাদিকদের জানান, পরিকল্পিতভাবে সেদিন সেনাক্যাম্পে হামলা চালানো হয়। সেনাক্যাম্পগুলো সরকারি হেফাজতে রয়েছে। সেখানে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার বিশ্বাস আফজাল হোসেন জানান, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। কাউকে অহেতুক হয়রানি করা হবে না। তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কাউকে হয়রানি করা হবে না। এতে এলাকার সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, মোস্তফা জামাল নিহতের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে জিডি করেছে। নিহতের পরিবার অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এলাকার কেউ তাদের জমি জোর করে দখলে নেওয়ার অভিযোগ করেনি। তবে নিহত জামালের জানাজায় কাউকে অংশ নিতে না দেওয়ার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

সেনা আবাসন প্রকল্প ছোট করার চিন্তা

২৭ হাজারের বদলে প্লট হতে পারে আট হাজার

কামরুল হাসান

সেনা আবাসন প্রকল্পের (আর্মি হাউজিং স্কিম বা এএইচএস) আকার ছোট করা হতে পারে। ২৭ হাজার প্লটের বদলে এখন প্রকল্পের প্লটের সংখ্যা আট হাজারে নামিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ২৪ মৌজায় প্রক্রিয়াধীন এই প্রকল্পের নামও পরিবর্তন করে মিলিটারি হাউজিং স্কিম (এমএইচএস) রাখা হতে পারে। জমি কেনা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনার পর প্রকল্পটিকে আরও বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা চলছে।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শুরুতে শুধু সেনাবাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্লট দেওয়ার কথা থাকলেও এখন নৌ ও বিমানবাহিনীতে কর্মরত কর্মকর্তাদেরও প্রকল্পের প্লট দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে প্লটের সংখ্যা ও আকার ছোট করা হলে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বাদ পড়তে পারেন।

দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, একটি আবাসন কোম্পানি এই প্রকল্পের জন্য ৫০০ বিঘা জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু দেয়নি। তার পরও প্রকল্পের কাজ যাতে সময়মতো শেষ করা যায়, সে কারণে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। পরে তা প্রস্তাব আকারে সরকারের উচ্চপর্যায়ে পাঠানো হতে পারে।

রূপগঞ্জে সেনা আবাসন প্রকল্পের অবস্থান

আর্মি হাউজিং স্কিমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গণি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা পরিচালনা পর্ষদের সভায় বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করব। কী করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে পরিচালনা পর্ষদই। এ ব্যাপারে কারও একক সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার নেই।'

সূত্র জানায়, রূপগঞ্জে সহিংস ঘটনায় একজন নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ে পদস্থ সেনা কর্মকর্তারা বৈঠক করে এই প্রকল্পের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অভিমত আসে, আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের অপরিপক্ব কর্মকাণ্ডের কারণেই জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের লোকজন বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ ও নির্দেশনা দিতে গিয়ে জনগণের বিরক্তির কারণ হয়েছে। এ ছাড়া বিনা নোটিশে বেসামরিক এলাকায় সামরিক সাইনবোর্ড দেওয়ার বিষয়টি স্থানীয় জনগণ মেনে নিতে পারেনি। এসব নিয়ে এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

যোগাযোগ করা হলে সাবেক সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, সেনাসদস্যদের আবাসন প্রকল্পের জমি কেনা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। যদি প্রকল্পের আকার কমে যায়, তাহলে সামাল দেওয়া সহজ হবে।

সাবেক সেনাপ্রধান মাহবুবুর রহমান বলেন, এতগুলো জমি একসঙ্গে পাওয়া নিয়েই সব ঝামেলা হয়েছে। এটা সীমিত করলে এই সমস্যা দূর হতে পারে। তবে এটাই মূল সমাধান নয়। শনিবারের ঘটনা কারা কীভাবে ঘটাল, তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সেনা আবাসন প্রকল্প ছোট করার চিন্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শনিবারের ঘটনার বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—জমি কেনা নিয়ে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ আমলে না নেওয়া, সামরিক কায়দায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া, ২৪টি মৌজার জমি নিবন্ধন বন্ধ করে দেওয়া। এসব কর্মকাণ্ডে কর্মকর্তাদের আরও কৌশলী হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাঁদের বিশ্লেষণ হচ্ছে—পেশাদার লোক না থাকার কারণেই জমি কেনা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। এখন এ জন্য দক্ষ কর্মকর্তাদের প্রকল্পে যুক্ত করার পরামর্শ এসেছে। প্রয়োজনে এর সঙ্গে রাজউক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরকে যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকল্পে ২৭ হাজার প্লটের জন্য যে বিপুল জমি দরকার, তা সংগ্রহ করা দুরূহ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ কারণে প্লটের আকার কমিয়ে আট হাজারের মধ্যে রাখার চিন্তা চলছে। তিন বাহিনীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন এমন কর্মকর্তাদেরই শুধু প্লট দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে এখন। সেনাবাহিনীতে আগে কর্মরত ছিলেন অথবা মারা গেছেন, এমন কর্মকর্তাদের প্লট না দেওয়ার চিন্তা চলছে।

সেনাসূত্র জানায়, এর আগে ২০০৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে মিরপুরে কালারশাহ মাজারে সেনা কর্মকর্তাদের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর গত বছরের অক্টোবরে সেনা কর্মকর্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে এএইচএস হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পটির অবস্থান ধরা হয় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার নাওরা, বরুনা, হরিণা, তানমুশরি, তাগাবেল নাওড়া, বাড়িছানি, পূর্বগ্রাম, নগরপাড়া, কায়েতপাড়াসহ আশপাশের বেশ কিছু গ্রাম।

প্রকল্পের সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত জানুয়ারি মাসে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। এই প্রকল্পকে একটি লিমিটেড কোম্পানি করে পৃথক কার্যালয়ও করা হয়। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি) লে. জেনারেল ইকবাল করীম ভূঁইয়া এর চেয়ারম্যান এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গণিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক করা হয়। প্রকল্পের আয়তন ধরা হয় ১৩ হাজার বিঘা। ২০১৫ সালের মধ্যে এটি শেষ হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। প্রকল্পের জন্য সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত এক হাজার ৪০০ বিঘা জমি কিনেছে। এই প্রকল্পের জন্য গত এপ্রিল ও জুলাই মাসে সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দুই কিস্তিতে চার লাখ করে আট লাখ টাকা জমা নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে চার হাজার ৮০০, পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন হাজার সেনা কর্মকর্তা প্লটের জন্য আবেদন করেন এবং কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। এ নিয়ে প্রকল্পে এখন পর্যন্ত জমা হয় ৬২৪ কোটি টাকা।

সেনা আবাসন প্রকল্প চলবে: সেনা আবাসন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গণি গত রাতে বিবিসিকে বলেছেন, কিছু মহলের চক্রান্তের কারণে রূপগঞ্জে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখন সাধারণ মানুষ যদি জমি দেয়, তবে অবশ্যই প্রকল্প চলমান থাকবে। তবে প্রকল্পটি সেনাবাহিনীর না হলেও প্রকল্প এলাকায় অস্থায়ী সেনাক্যাম্প করার কথা তিনি স্বীকার করেন।

জমি বেচার জন্য জোরজবরদস্তি এবং আলোচনার জন্য কয়েকজন গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে ডেকে গুলি করার অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি মনে করি, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অপপ্রচার করা হচ্ছে। আমি আপনাদের বলছি, জমি বিক্রয় করাটা অত্যন্ত আবেগের। এই আবেগটাকে যদি কেউ ব্যবহার করতে চায়, তাহলে যে কেউ ভালোও করতে পারে, মন্দও করতে পারে। আমি মনে করি, জমি বিক্রয়ের আবেগটাকে নিয়ে কেউ কেউ সাধারণ কিছু কিছু বিপথগামী মানুষকে বিপজ্জনকভাবে ব্যবহার করেছে।'

এ পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে কি না—জানতে চাইলে নাসিমুল গণি বলেন, 'এই মুহূর্তে এটা বলা ঠিক হবে না। কারণ দেশের প্রচলিত আইন আছে, পদ্ধতি আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন, তাঁরা পুরো বিষয়টি বলবেন।' প্রকল্পের রাজউকের অনুমোদনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা সরকারের কাছে নীতিগতভাবে অনুমোদন নিয়েছি। অনুমোদন হওয়ার পরে নিয়ম হলো কিছু জমি কিনতে হবে। কেনার পর একটা পরিকল্পনাসহ রাজউকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। আমরা এক হাজার বিঘার মতো জমি কিনেছি। আমাদের মাস্টার প্ল্যানের কাজ চলছে। আমরা আশা করেছিলাম হয়তো বা ফেব্রুয়ারি, ২০১১-এর মধ্যে রাজউকের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিতে পারব অনুমোদনের জন্য।'

প্রকল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে নাসিমুল গণি বলেন, 'এই প্রকল্প আমাদের সবার কল্যাণের জন্য, আবাসনের জন্য। এখানে অনেক হাউজিং কোম্পানি আছে, তারাও জমি কিনছে। সাধারণ মানুষ যদি আমাদের কাছে বিক্রি করে তাহলে আমরা কিনব, নয়তো কিনব না। তাদেরকে উপযুক্ত মূল্য দেব। এখানে কোনো জোরজবরদস্তি বা কোনো কিছুর প্রশ্রয় আসে না। সাধারণ মানুষ যদি জমি দেয় তবে অবশ্যই প্রকল্প চলমান থাকবে।

আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা থাকবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ প্রকল্পের প্লট ও ফ্ল্যাটের জন্য সংশ্লিষ্টদের ঋণসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে। এ ক্ষেত্রে যেসব কর্মকর্তা বিদেশে বা মিশনে কর্মরত আছেন, তাঁরাও যাতে সহজে ঋণসুবিধা পান সে ব্যবস্থার কথাও প্রকল্পের ওয়েবসাইটে উল্লেখ রয়েছে। প্রথমে দুই কিস্তিতে আট লাখ টাকা করে জমা নেওয়া হচ্ছে। ২০১২ সালের মধ্যে আরও চার কিস্তিতে সাত লাখ

জামাল নিহত হওয়ার ঘটনায় থানায় মামলা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে সহিংসতা

সেনা আবাসন প্রকল্পের জমি কেনা নিয়ে রূপগঞ্জের সহিংস ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত মোস্তফা জামাল হায়দারের বাবা থানায় হত্যা মামলা করেছেন। জামাল নিহত হওয়ার সাত দিন পর গতকাল শনিবার দুপুরে এ মামলা করা হয়। মামলায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি।

পুলিশ সূত্র জানায়, রূপগঞ্জে সহিংস ঘটনার সময় পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা থাকলেও শুধু সেনাবাহিনী সেখানে গুলি ছুড়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোস্তফা জামাল হায়দার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

রূপগঞ্জ থানার পুলিশ জানায়, জামালের বাবা আবদুর রফিক গতকাল লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে মামলা করেন। তিনি এজাহারে বলেন, ২৩ অক্টোবর দুপুরে রূপগঞ্জ উপজেলার তানমুণ্ডরি ও আশপাশের এলাকায় ৮-১০ হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের বিক্ষোভ চলাকালে আকাশে হেলিকপ্টার উড়তে দেখে তাঁর ছেলে মোস্তফা জামাল হায়দার ওই স্থানে যান। এরপর সেখানে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হলে জামাল ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে স্থানীয় জনতা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাঁকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়। পরদিন সকাল সাড়ে নয়টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফোরকান শিকদার বলেন, জামাল হত্যার ঘটনায় তাঁর বাবা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তিনি মামলায় কারও নাম উল্লেখ করেননি। শুধু অভিযোগের বিবরণ দিয়ে এ ঘটনার প্রতিকার চেয়েছেন।

অবশ্য জামালের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা আবদুর রফিক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যেখানে ছেলের লাশ দাফন করার অধিকার নেই, সেখানে কার বিরুদ্ধে মামলা করব?'

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

জামাল নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপগঞ্জ থানার একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, রূপগঞ্জে সহিংস ঘটনায় গুলি ছোড়ার কথা সেনাবাহিনীর মামলায়ও উল্লেখ রয়েছে। সেখানে পুলিশ বা জনতা কোনো গুলি ছোড়েনি। পুলিশের মামলা ও সাধারণ ডায়েরিতে জনতার গুলি করার কথা বলা নেই। র‍্যাবের মামলাতেও গুলির বিষয়টি উল্লেখ নেই।

২৩ অক্টোবর রূপগঞ্জের ঘটনার পর রাতে পুলিশ ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতনামা তিন-চার হাজার লোককে আসামি করে দুটি মামলা করা হয়। ঘটনার পাঁচ দিন পর ২৮ অক্টোবর রাত ১২টায় সেনাবাহিনীর ৩৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. আমিনুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেন। এ মামলায় দুই দফা ফাঁকা গুলি ছোড়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

সহিংস ঘটনার ব্যাপারে জুলহাস নামের এক ব্যবসায়ী ১১ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ২০০ জনের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। এ ছাড়া নিখোঁজ শমসের মোল্লা, মাসুদ ও সাইদুল ইসলামের পক্ষে তাঁদের অভিভাবকেরা আরও তিনটি জিডি করেছেন।